দুঃস্বপ্নের ভয়ে
রণজিৎ দাশ

দুঃস্বপ্নের ভয়ে আমি সারা রাত জেগে থকি, নীল অন্ধকারে
কারণ ঘুমোনোমাত্র, জিন্‌স-পরা হাইওয়ে-গুন্ডাদের মতো
ভীষণ দুঃস্বপ্নগুলি ঘিরে ধরে ঘুমের ভিতরে–
ব্রেক-ডাউন জীবনের পিছনের সিট থেকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে
আমাকে নামায়, বলে, 'দে, শালা, মালকড়ি দে।'
আমি যত বলি, 'ভাই, আমি হিরো, আমি জিরো,
জীবনের হৃদি-কোকনদে'–
অশ্লীল দুঃস্বপ্নগুলি তত বেশি লাথি মারে পোঁদে।
চড় ও থাপ্পড় মেরে কেড়ে নেয় মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, মগজ, হৃদয়
পকেট-ছুরির মতো মগজটা রাখে, কিন্তু পুরোনো বইয়ের মধ্যে পাওয়া
শুকনো ফুলের মতো হৃদয়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয়
তার পর সবাই মিলে, মলেস্টেড মহিলার চারপাশে কামাচ্ছন্ন পুলিশের মতো,
হো হো করে হাসে আর সিগারেট খায়
দুঃস্বপ্নের ভয়ে আমি সারা রাত জেগে থাকি– পানোন্মত্ত রাত্রির থানায়

ছো নাচের শিল্পী
রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

এই নাটকের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে
কখনো গণেশ, দুর্গা
কখনো মহিষাসুর, কখনো ময়ুর– নীল শাটিনের সাজে,
রাম-সীতা, শিবের স্বরূপে নৃত্যপর
মাদল ধামসা গান তোমাকে প্রদীপ্ত করে
তোমাকেই প্রদিক্ষণ করে
লঘু পায়ের দাপটে উৎক্ষিপ্ত ধুলো।
যে মাটির– তুমি সেই মাটির সন্তান।
খরাঝরা এ-জীবনে
উঁচু-উঁচু আলপথে চাঁদের লণ্ঠন হাতে হাঁটো
প্রত্যেক নাচের শেষে
তখন মুখোশ খসা ভাঙাচোরা মুখে
নক্ষত্রেরা আলো ফেলে
বৃক্ষ লতা পাখি ফুল নদী দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান
বুঝি-বা তাদের মতো অন্তরের তুমিও সন্তান!

দেশে ফেরা
দেবাশিস তরফদার

কতদিন পরে আজ পুরোনো বাজারে
বেড়াতে এসেছি। দেশে সকল দোকানি
হয়ত চেনে না, তবু কাতারে কাতারে
এতটা লোকের মাঝে এই মুখখানি

কেউ কেউ ভোলেনি তা! পুদিনা লংকার
নবীন ছেলেকে আমি বকি–হতভাগা।
এখনো পুদিনা, লংকা! কেন যে তোমার
হল না উন্নতি আর! এই এক-ভাগা

শাক বেচে চলে যাবে? শুনে, অনাবিল
হাসল ছেলেটি, বলে– নিরিমিষ ভাত
বেশ তো যাচ্ছে জুটে– বলে খিলখিল
হাসিসহ, দেখাল সে, মোটা মোটা দাঁত

–'এ ত খাবার!' দেখি, অদূরে ডালাতে
বেগুন, লংকা ও শাক, আজকের পাতে!

চিদাকাশ
শুভজিৎ সেন

দেহেই আকাশ নিয়ে মেতে আছে সুকণ্ঠ ফকির
স্বভাব গাইছেন তিনি
ভ্রু-মধ্যে আকুতির খেলা
দু-চোখে সরস দ্যুতি
অসামান্য বাঁক নিযে সমে ফিরছে দেখার অভ্যাস
শঙ্খলাগা খমক-ডুবকি
নেচে ওঠে চিরন্তন কথার গামছায়

পরম শূন্যতা পেয়ে বেঘর জিজ্ঞাসা
দলে দলে ছুটে যাচ্ছে গানের উদ্দেশে

বেহেস্তের ঘুম ভাঙে
আমাদের হারানো আলোয়

দূত
দেবাশিস মহারানা

প্রতিদিন মৃত্যুর দূর এসে কথা বলে
মৃত মানুষদের অন্তিম ইচ্ছেগুলি নিয়ে
একটি সমগ্র সে, পৃথিবীতে রেখে যেতে চায়
প্রচ্ছদপাতায় দেখি, করজোড়, ভূমিকাবিহীন

করজোড়, তুমি কি বিনয়, বিদায়সম্ভাবনা?
অগ্নিগোলক থেকে নিষ্কৃতর হাস্য-প্রতীক?
সমগ্রের ভেতরে, প্রতারণা, অনুপাত, অশ্রুদাগ!
নিকটের বল্লম শুধু ঘুরপথে হয়েছে ঘাতক...

মৃত্যুর দূত আসে, রথ টানে ধুলো আর হাওয়া
আমিও করজোড়, আমাকে জড়িয়ে কাঁদে মায়া...

কবিদের ভবিষ্যৎ

তুষার চৌধুরী

পৃথিবীর অনেক বিরল প্রাণী ১০২, ১০১, ১০০, ৯৯ এভাবে
কমতে কমতে লুপ্ত হয়ে গেছে
কারো কারো মতে
সেইদিনটি দূরে নয় যেদিন কবিতা
মানুষের মাথা থেকে কর্পূরের মতো উবে যাবে
কমতে কমতে কোনোদিন জন্তুদের মতো
কবিরা বিরল হবে
কবিদের জন্য স্যাংচুয়ারি
তৈরি করে সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস
দৈনিক কাগজে ছাপবে একপাতা সচিত্র বিজ্ঞাপন

অন্য অভিমতও আছে, মনে করো, কয়েক বছরে
যেরকম বেড়ে গিয়ে কবিদের সংখ্যা আজ তিন লক্ষ পঁচিশ
তাতে ভয় হয় হয়তো কবিপল্টনেরা এক নিশুতি রাত্তিরে
তামাম গেরস্থবাড়ি হানা দেবে গেরিলার মতো, বলবে : শালা
কেরানি অফ্সার উল্লু ভুঁড়িদাস কুচটে রাজনীতিবিদ ফুক্কুড়ে মস্তান
বড় দীর্ঘদিন জ্বালিয়েছ
আজ চলো তোমাদের সঙ্গিনে চড়াব, বুঝবে কীরকম মজা

বহুদিন পদে পদে অপমান অবজ্ঞা তামাশা চড়চাপড়
খেয়ে অভিমানে গেছি পার্কে একা ময়দানে বেশ্যার পাশ দিয়ে
হেঁটে গেছি নিরুদ্দেশ
ঘরে ফিরে ভাতের থালায় দীর্ঘ পিঁপড়ের মিছিল দেখে
জল খেয়ে শুয়েছি বিছানায়
শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করেছি, মর্ফিয়ুস,
যদি অনুমোদন করেন
কিছু রোমহর্ষক স্বপ্ন—যথা, হত্যাকান্ড অভ্যুত্থান
আজন্মা কুকুর হয়ে থেকে যাব আপনার ডেরায়
আপনার নুন খাব আর গুণ গাইব অবসরমতো

আপেল বাগানে নিউটন

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

উইলো গাছের ফাঁকে ঈষৎ তির্যক হয়ে আছে
সপ্তদশ শতকের রোদ। উলস্থর্প্ম্যানরের কাঁচে
পড়ন্ত বিকেল চুঁয়ে ছিদ্রপথে অন্ধকার ঘরে
আলোক রশ্মিটি যেই ত্রিকোণ স্ফটিকে এসে পড়ে
দেওয়ালে রামধনু-রং সারি সারি বর্ণালী রেখার
এ প্রান্তে নিমগ্ন চোখ...শস্যখেত, লিঙ্কনশায়ার...
অবলুপ্ত আরো দূর দিগন্তে বেনীআসহকলা
কোথাও অর্গ্যান বাজছে সুমধুর ডোরেমিফাসোলা
বাতাসে ডিংডিং ঘন্টা...গ্রামের গির্জার পাশ দিয়ে
নদীটিরও সুর ছিল...দেখা যাবে সাঁকোটি পেরিয়ে
আভূমি সোনালি জটা আমাদের আপেল বাগানে
স্থিতধী বিজ্ঞানবৃক্ষ! মাঝে মাঝে মহাকর্ষটানে
টুপটাপ ফল ঝরছে একটি দুটি কতিপয় ভুঁয়ে
অবশিষ্ট ঊর্ধ্বগতি! আলস্যে দেখেন শুয়ে শুয়ে...

শান্ত সামবেদ গান থেকে

কৃষ্ণা বসু

শান্ত সমাবেদ গান থেকে উঠে এল নবীন প্রতিমা,
শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ এক দেব কিশোরের মূর্তি;
চোখের গোড়ায় তার স্বপ্ন লেগে আছে,
বাহু-মূলে যৌবনের শঙ্খ বাজে,
পৃথিবীর সমস্ত রমণী তাকে কামনা করেছে;
সে যজ্ঞ-অগ্নি থেকে, সামগান থেকে, রূপসী উষার থেকে
উঠে এসে নদীর শীতল স্রোতে অবগাহনের পর
একা হেঁটে গেছে অরণ্যের দিকে; বাঁকা সরু পথ
গৃহস্থ জীবন থেকে নজরে আসে না।
প্রত্যেক যুবতী তাকে ভেবে ফুল নিয়ে
গেঁথেছে নিজস্ব মালা, ভরিয়েছে সাজি,
সেই মালা ভাসিয়েছে সংসারের পাশ দিয়ে
বয়ে যায় যে স্রোতস্বল নদী, তার জলে;
আচমন করে তাকে কামনা করেছে,
পবিত্র অধর দিয়ে তার নাম উচ্চারণ করেছে বহুবার,
সে কিশোর দেবতা একবারও ফিরে এসে
নেয়নি সে নৈবেদ্য উপচার,
রহস্য সিন্দুকের গূঢ় কক্ষে চিরদিন
অবরুদ্ধ থেকে যায় রমণী-কামনা।

আমার খবর
নবারুণ ভট্টাচার্য

আমি সেই মানুষ
যার কাঁধের ওপর সূর্য ডুবে যাবে।
বুকের বোতামগুলো নেই বহুরাত
কলারটা তোলা ধুলো ফ্যা ফ্যা আস্তিন
হাওয়াতে চুল উড়িয়ে
পকেট থেকে আধখানা সিগারেট
বার করে বলব
দাদা একটু ম্যাচিসটা দেবেন?
লোকটা যদি বেশি ভদ্র হয়
সিগারেট হাতে রেখে
এগিয়ে দেবে দেশলাই
আর আমি তার হাতঘড়িটার
দিকে তাকাব, চোখে জ্বলে উঠবে রেডিয়াম
ম্যায়নে তুঝসে মহব্বত করকে সমন– লেন দেন
খবরের কাগজ নয়
পুলিশের খাতায় আমার
দুটো ছবি থাকবে– একটা হাসিমুখ, একটা সাইড ফেস
তার নীচে লেখা স্ন্যাচ কেস
পেট ভরে পেট্রোল খেয়ে
হল্লা গাড়ি ছুটবে আমার খোঁজে
আমি সেই মানুষ
বুকের বোতামগুলো নেই বহু রাত
যার কাঁধের ওপর সূর্য ডুবে যাবে।

নষ্ট চিঠির সূত্রে
নিত্য মালাকার

একদিন হঠাৎ-ই উদ্ধার করবে পুরোনো তোরঙ খুলে
পাঁচ বৎসর আগেকার পোষাক আসাকের নীচে,
নষ্ট জেল্লা
দুমড়ে-মুচড়ে এতকাল বাক্সের ভেতরে থাকে,
চোখ তুলে তাকাব নিশ্চিত।
ভাঁজ খুলে ধীরে ধীরে ভয় দুরুদুর বুকে
গোপন পাঠ নেবে তুমি,–
আকস্মিক সেই দিনটি নিশ্চিত আষাঢ় সন্ধ্যা,
সিউড়ির আকশে মেঘ,
বাতাসে অচেনা গন্ধ, চুরে ভেতরে হাওয়া–
জানালাও খোলা থাকবে বুঝি,
আয়নার সামনেও কি যাবে? চোখ তুলে দেখে নেবে
চতুর্দিকে নিখুঁত পরিবেশ আজ বিরহের অন্ধকার,
–সহজ সরল
কয়েকটি মামুলি প্রশ্ন; একটু পরেই
বৃষ্টি আসবে হাওয়া ছুটবে;
দীর্ঘশ্বাস, –সুখের নিহিত অর্থে তুমি বলেছিলে
হাই তুলে, 'একভাবে কাটিয়ে দেব একলা ও কর্তব্য নিয়ে,
তুমি ভুলে যাও সব'...
এখন কোথায় আছ, সিউড়ি নাকি কলকাতায়–গ্রামে?
নিশ্চয় বেড়েছে মেদ, স্বাবলম্বী, আসবাবপত্রে ভরা
উইন্ডস্ক্রীন, শান্তিনিকেতনী সজ্জা– সাদামেঝে শুভ্র দেয়াল
সবই রয়েছে সুখ;
তবু, মাঝরাতে খিড়কিপথে বেড়াল পালায়,
তুমি জেগে থাকে একা একা সন্ন্যাসিনী শিক্ষিকার
মশারির নীচে।

উদ্বাস্তু
হেমন্ত আঢ্য

যশোর রোড ধরে পিতা ও পুত্র হাঁটে,
অদূরেই দর্শনা। দর্শনা ছাড়ালে ভারতের বাংলা।
চিনিকল, খাদ্য, বস্ত্র, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠান।
কপালে থাকলে মিলবে হারানো মায়ের সন্ধান,
কোনো রঙিন বারান্দায়।

শিশু দেখে মহানিম জারুল ছাতিম,
ছায়া-ঢাকা রাস্তা, গেছে কলকাতা।
অবরে-সবরে নগর, গৃহে গৃহে বেতার বারতা।
প্রতি ক্রোশে মিষ্টান্ন-বিপণি, কত সুখাদ্য রাখা।

কলকাতা ডেকে নেয় ছেলে আর পিতা।
কত কাজ ধুমধাম। বাড়ি-গাড়ি ধোওয়া-মোছা
অপরিহার্য গৃহসঙ্গী। বালকের সেবা। রন্ধন।
অথবা ছাত্র-সেবা কঙ্কালরূপে বিজ্ঞান-কলেজে,
দামি ভিসেরাগুলি রেখে ফর্মালিন-জারে।